সংবাদ

তারিখ ...... 5 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫ ...

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর

এক কোটি ৭৫ লাখ টাকায় নিম্নমানের ২৭০টি মাল্টিমিডিয়া কেনার পাঁয়তারা

রাকিব উদ্দিন

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর মিথ্যা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একটি অখ্যাত প্রতিষ্ঠানকে এক কোটি ৭৫ লাখ টাকার মাল্টিমিডিয়া কেনার কার্যাদেশ দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই কার্যাদেশের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরবরাহের জন্য চীনের তৈরি নিম্নমানের মাল্টিমিডিয়া কেনা হচ্ছে। এ নিয়ে খোদ অধিদফতরের কর্মকর্তাদের মধ্যেই নানা বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। অনেকে বলেন, ভালোভাবে যাচাই-বাছাই না করে একটি ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানকে কোনক্রমেই প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকার দরপত্র দেয়া যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না। এই কার্যাদেশ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কমিশন ভাগাভাগিরও অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে সরবরাহের জন্য ২৭০টি ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য গত ২৭ নভেম্বর দরপত্র আহ্বান করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। পরে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়। দরপত্রের শর্ত ছিল ব্র্যান্ড আন্তর্জাতিকমানের হতে হবে, মাল্টিমিডিয়া 'প্রজেক্টর' সরবরাহের ব্যাপারে কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং কমপক্ষে ৭৫ লাখ টাকার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহের একক কার্যাদেশ থাকতে হবে।

কিন্তু উপরোক্ত শর্তগুলোর কোনটিই পূরণ করে না, এরপরও এসব বিষয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে 'মেসার্স উদয়' ১ম দরদাতা হিসেবে প্রতিটি মাল্টিমিডিয়া ৬৫ হাজার টাকা ধরে সরবরাহের কার্যাদেশ পেতে যায়। এই প্রতিষ্ঠানটি চীনের তৈরি 'ভিউব্রাইট' ব্র্যান্ডের মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ করবে, যা খুবই নিম্নমানের বলে অধিদফতরের কর্মকর্তারা নিম্নমানের : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

নিম্নমানের : মাল্টিমিডিয়া

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জানিয়েছেন। আর দ্বিতীয় দরদাতা হিসেবে 'ওরিয়েন্টাল, সার্ভিসেস এন্ড (বিডি) লিমিটেড' তাইওয়ানের তৈরি প্রতিটি মাল্টিমিডিয়া মাত্র ৬৯ হাজার টাকায় সরবরাহের দরপত্র দেয়। জানা যায়, দরপত্র আহ্বানে কমিটির প্রধান হলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ। সদস্যরা হলেন পরিচালক (অর্থ) এফএম এনামুল হক, উপ-পরিচালক (অর্থ) আবদুল হামিদ, অধিদফতরের কর্মকর্তা অনুপ কার্তিক ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রোগ্রামার সাইফুল ইসলাম খান।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে দরপত্র আহ্বান কমিটির সদস্য ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের উপ-পরিচালক আবদুল হামিদ 'সংবাদ'কে বলেন, আমরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মেসার্স উদয় সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেই প্রতিষ্ঠানটিকে কার্যাদেশ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি দাবি করেন প্রতিষ্ঠানটির অভিজ্ঞতার কোন ঘাটতি নেই।

সূত্র জানায়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের একটি চক্র অনৈতিক পন্থায় 'মেসার্স উদয়'কে মাল্টিমিডিয়া সরবরাহের কার্যাদেশ দেয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির ঢাকায় কোন অফিস নেই, নেই পণ্য সরবরাহ ও এনসিসি সনদ। এরপরও ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়ার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করায় এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন দরপত্রে অংশ নেয়া অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো। তারা এই দরপত্র বাতিলেরও দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ 'সংবাদ'কে বলেন, 'আমরা পদ্ধতি মেনেই সব সময় কেনাকাটা করে থাকি। যারা কাজ পায়নি তারা এখন অনিয়মের অভিযোগ করছে। তবে আমরা কোন অনিয়ম করিনি'।